লেকচার ১০

♦ নারী সাহিত্যিক ও নাট্যকার

বাংলা সাহিত্যে নারী

বাংলা সাহিত্যে নারীদের অবদান বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মোটামুটি আঠারো শতকের মধ্যভাগ হতে বাংলা সাহিত্যে নারীদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের তিনটি যুগের মধ্যে আধুনিক যুগের মাঝামাঝি সময় থেকেই আমরা সাহিত্যে নারীদের পদচারণা লক্ষ্য করে থাকি। গুণী মহিয়সী কিছু নারী সাহিত্যিক তাদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অমর হয়ে আছেন। এমনি কিছু প্রতিভাধর নারী সাহিত্যিক হলেন.....

নওয়াব ফয়জুন্নেসা

ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম গাঁওয়ে ১৮৫৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার অসুখী দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে বিবাহবিচ্ছেদের মাধ্যমে। এ সময় তিনি সাহিত্য সাধনায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তার অমর সাহিত্যকীর্তি "রূপজালাল" প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। এটি তার আত্মজীবনীমূলক একমাত্র উপন্যাস।

স্বর্ণকুমারী দেবী

বাংলা সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য নারী সাহিত্যিক হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবী পরিচিত। ১৮৫৫ সালে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে তিনি পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। ১৮৭৬ সালে তার প্রথম উপন্যাস "দীপনির্বাণ" প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি নাটক, কবিতা, গান ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এই প্রতিভাবান লেখিকা। রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিজের দৃঢ় ইচ্ছা ও মুক্তমনা স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সহযোগিতায় তিনি তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পান। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ভাষায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। বেগম রোকেয়ার সাহিত্যে তার বাস্তব জীবনের প্রতিফলন যেমন ঘটেছে তেমনি সম সাময়িক যুগের চিত্রও ফুটে উঠেছে।" অবরোধবাসিনী, মতিচূর, পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শামসুন নাহার মাহমুদ

নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট। ছোটো বেলাতেই তার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত তৎকালীন কিশোর পত্র "আঙুর" এ তার লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়। রোকেয়া জীবনী, বেগম মহল, শিশুর শিক্ষা, আমার দেখা তুরস্ক, নজরুলকে যেমন দেখেছি ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য রচনা।

বেগম সুফিয়া কামাল

স্কুল কলেজে অধ্যয়ন না করে কেবল স্বামীর সংস্পর্শে ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি যিনি অর্জন করেছিলেন তিনিই বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালে তিনি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে তিনি সাহিত্য রচনাও শুরু করে দেন। ১৯২৬ সালে তার প্রথম কবিতা "বাসন্তী" তৎকালীন প্রভাবশালী সাময়িকী সওগাতে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথাও রচনা করেন।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা একজন গুণী লেখিকা হলেন মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকা। ১৯০৬ সালে তিনি পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তার কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়া কালে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। মাত্র নয় বছর বয়সে "আল ইসলাম" পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো "পসারিণী" ১৯৩৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

কুসুমকুমারী দাশ

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।"

পঙ্কতির সাথে যার নাম জড়িয়ে আছে তিনি হলেন আরেকজন খ্যাতিমান কবি কুসুমকুমারী দাশ। ১৮৭৫ সালে বরিশালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাসের মাতা কুসুমকুমারী দাশ এক সমাজকর্মীও ছিলেন। তার কালজয়ী এ কবিতা পাঠ্যবইয়ে পড়ানো হয়।

সেলিনা হোসেন

১৯৪৭ সালে রাজশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন সেলিনা হোসেন। একই সাথে তিনি কথা সাহিত্যিক, গবেষক এবং প্রাবন্ধিক। সাহিত্যের বিচিত্র ধারায় তার শক্তিশালী পদচারণা আমরা দেখতে পেলেও মূলত তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবেই বেশি পরিচিত। পোকামাকড়ের ঘরবসতি, হাঙর নদী গ্রেনেড, নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি, কাঁটাতারের প্রজাপতি, যাপিত জীবন তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

নীলিমা ইব্রাহিম

১৯২১ সালে খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন নীলিমা ইব্রাহিম। দেশ, দেশের মানুষ, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তার লেখনিতে। "আমি বীরঙ্গনা বলছি" তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বিশ শতকের মেয়ে, এক পথ দুই বাঁক, কেয়া বন সঞ্চারিণী তার উপন্যাস। দুয়ে দুয়ে চার হয়, যে অরণ্যে আলো নেই তার রচিত নাটক। তার একমাত্র আত্মজীবনীমূলক লেখা হলো "বিন্দু বিসর্গ"।

এ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে আরো অনেক প্রতিভাবান নারী সাহিত্যিক রয়েছেন যারা তাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যেও নারীদের সর্বজনবিদিত। নারীবাদী আজকের সমাজে নারীর যথাযথ মূল্যায়ন হলে এ প্রতিভার বিকাশ অব্যাহত থাকতে পারে। জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ভাষায়.....

"জ্ঞানের লক্ষী, গানের লক্ষী, শষ্য-লক্ষী নারী
সুষম- লক্ষী নারী ওই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারী।"

উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রবন্ধকার ও প্রবন্ধ

প্রবন্ধকার	উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ	স্থিরচিত্র
বেগম রোকেয়া	মতিচুর, অবরোধবাসিনী	
ড. নীলিমা ইব্রাহিম	শরৎ প্রতিভা, বাঙালীমানস ও বাংলা সাহিত্য	

উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনি

রচয়িতা	ভ্রমনকাহিনি
সুফিয়া কামাল	সোভিয়েতের দিনগুলি

উল্লেখযোগ্য বাংলা কবি ও কাব্যগ্রন্থ

কবি	কাব্যগ্রন্থ
কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)	আলো ও ছায়া (১৮৮৯)
স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)	কবিতা ও গান (১৮৯৫), গাথা (১৯২৭)
সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)	সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), অভিযাত্রিক (১৯৬৯)

বেগম সুফিয়া কামাল

☑ কাব্যগ্রন্থ	সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মোর যাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২), মায়া কাজল (১৯৫১)
☑ গল্প	কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)
☑ ভ্রমণকাহিনী	সোভিয়েতের দিনগুলি (১৯৬৮)
☑ শিশুতোষ গ্রন্থ	ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)
☑ আত্মজীবনী	একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)।
☑ স্মৃতিকথা	একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)।

সেলিনা হোসেন

☑ **উপন্যাস**	জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২), হাঙ্গর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), মগ্ন চৈতন্যে শিস (১৯৭৯), যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬), গায়ত্রী সন্ধ্যা (১ম ১৯৯৪, ২য় ১৯৯৫, ৩য় ১৯৯৬)
☑ **গল্পগ্রন্থ**	উৎস থেকে নিরন্তর (১৯৬৯), জলবতী মেঘের বাতাস (১৯৭৫), খোল করতাল (১৯৮২), মানুষটি (১৯৯৩), মতিজানের মেয়েরা (১৯৯৫–, মুক্তিযুদ্ধের গল্প (২০০০)
☑ **প্রবন্ধ গ্রন্থ**	স্বদেশে পরবাসী (১৯৮৫), একাত্তরে ঢাকা (১৯৯০), নির্ভয় করো হে (১৯৯৮)
☑ **শিশুসাহিত্য**	সাগর (১৯৯১), কাকতাড়ুয়া (১৯৯৬), বর্ণমালার গল্প (১৯৯৭), আকাশপরী (২০০০), মেয়রের গাড়ি (২০০৩)

প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

ঔপনাসিক	উপন্যাসের নাম
☑ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	পদ্মরাগ

কাব্যগ্রন্থ

কবি	কাব্যগ্রন্থের নাম
☑ সুফিয়া কামাল	কেয়ার কাঁটা

বাড়ির কাজ

১. 'বন্দীর বন্দনা' গ্রন্থটির প্রকৃতি কি?
ক.উপন্যাস খ. প্রবন্ধ গ.নাটক ঘ.কাব্য উত্তরঃ ঘ

২. বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিদের আদর্শ--
ক.শেক্সপিয়ার খ.টি. এস. এলিয়ট গ.রামরাম বসু ঘ.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তরঃ খ

৩. কোনটি বন্দে আলী মিয়ার কাব্য?
ক.অনলপ্রবাহ খ.অরণ্য গোধূলী গ.জন্মই আমার আজন্ম পাপ ঘ.সূর্য করোজ্জ্বল বনভূমি উত্তরঃ খ

৪. 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যটি কে লিখেছেন?
ক.বিষ্ণু দে খ.সুকান্ত ভট্টাচার্য গ.অমিয় চক্রবর্তী ঘ.সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উত্তরঃ ক

৫. বাংলা কাব্যে সর্ব প্রথম কে প্রচুর পরিমাণ আরবি ও ফার্সি শব্দের ব্যবহার করেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ.মোহিতলাল মজুমদার গ.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ.আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ উত্তরঃ খ

৬. 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কবিতাটি কার লেখা?
ক.শামসুর রাহমান খ.আল মাহমুদ গ.আবুল ফজল ঘ.আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ উত্তরঃ ঘ

৭. 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কার লেখা?
ক.আহসান হাবীব খ.শামসুর রহমান গ.অমিয় চক্রবর্তী ঘ. ফররুখ আহমদ উত্তরঃ গ

৮. 'আমি ভাল আছি তুমি'- কাব্যটি কে রচনা করেছেন?
ক.শামসুর রহমান খ.শহীদ কাদরী গ.আল-মাহমুদ ঘ.দাউদ হায়দার উত্তরঃ ঘ

৯. 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' ও 'নারকীয় ভুবনের কবিতা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?
ক.হুমায়ুন আজাদ খ.মহাদেব সাহা গ.আহমদ রফিক ঘ.দাউদ হায়দার উত্তরঃ ঘ

১০. 'চিন্তা তরঙ্গিনী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ.বিহারীলাল গ.হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ.মাইকেল মধুসূদন দত্ত উত্তরঃ গ

১১. কোন দুজন বাংলা কাব্য প্রথম প্রচুর পরিমাণ আরবি ও ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম
গ. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও ঈশ্বরগুপ্ত ঘ. মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ উত্তরঃ খ

১২. উনিশ শতকের 'মহিলা' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার খ. বিহারী লাল চক্রবর্তী গ. সত্যেন্দ্রনাথ ঘ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরঃ ক

১৩. 'ময়নামতীর চর' কাব্যটির রচয়িতা কে?
ক.যতীন্দ্রমোহন বাগচী খ.হুমায়ুন কবীর গ.রওশন ইজদানী ঘ.বন্দে আলী মিয়া উত্তরঃ ঘ

১৪. বিদ্রোহী কবিতাটি কোন সনে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক.১৯২৩ সন খ.১৯২২ সন গ.১৯১৯ সন ঘ.১৯১৮ সন উত্তরঃ খ

১৫. কবি কায়কোবাদ রচিত 'মহাশ্মশান' কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল-
ক.পলাশীর যুদ্ধ খ.তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ গ.১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ঘ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উত্তরঃ খ

১৬. বাংলা মহাকাব্যের রচনা প্রাচুর্যের মূল কারণ
ক.উনিশ শতকের জাতীয়তাবোধ খ.ধর্মচর্চা গ.ধর্মীয় গোঁড়ামী ঘ.কোনটিই নয় উত্তরঃ ক

১৭. 'শাহনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন-
ক.এয়াকুব আলী চৌধুরী খ.মোজাম্মেল হক গ.সৈয়দ এমদাদ আলী ঘ.কাজী ইমদাদুল হক উত্তরঃ খ

১৮. 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' এই ত্রয়ী মহাকাব্য কার রচনা?
ক.হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খ. নবীনচন্দ্র সেন গ.মধুসূদন দত্ত ঘ.মোঃ কাজেম আল কোরেশী উত্তরঃ খ

১৯. কোন গ্রন্থটি মহাকাব্য?
ক.অবকাশ রঞ্জিনী খ. বৃত্রসংহার গ.বিরহ বিলাপ ঘ.বীরাঙ্গনা কাব্য উত্তরঃ খ

২০. কে মহাকাব্য রচয়িতা নন?
ক.হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খ.বিহারীলাল চক্রবর্তী গ.নবীনচন্দ্র সেন ঘ.কায়কোবাদ উত্তরঃ খ

২১. কবি ফেরদৌসীর জন্মস্থান কোথায়?
ক.ইরাক খ.মিশর গ.ইরান ঘ.তুরস্ক উত্তরঃ গ

২২. 'শাহনামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার?
ক.মালিক জায়সী খ.ফেরদৌসী গ. সৈয়দ হামজা ঘ.কাজী দৌলত উজির বাহরাম খাঁ উত্তরঃ খ

২৩. মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-
ক.মোজাম্মেল হক খ.হামিদ আলী গ.কায়কোবাদ ঘ. যোগীন্দ্রনাথ বসু উত্তরঃ গ